Bangladesh Form No. 3701

HIGH COURT FORM NO.J (2)

HEADING OF JUDGMENT IN ORIGINAL SUIT/CASE

District- চট্টগ্রাম।

In the court of বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত, পটিয়া, চট্টগ্রাম।

Present: জনাব মোঃ হাসান জামান**, সিনিয়র সহকারী জজ**

বুধবার the ০৮ day of জানুয়ারী**, ২০২৫**

<u>Other Suit No. ১১৫ / ২০১৬</u>

মিলন ভট্টাচার্য্য প্রকাশ বামন গং <u>Plaintiff (s)/ Petitioner(s)</u>

-Versus-

সূনীতি শর্ম্মা গং <u>Defendant (s)/ Opposite Parties</u>

This suit/ case coming on for final hearing on ৩১/০৩/২২ খ্রিঃ, ২১/০৭/২২ খ্রিঃ, ১২/১০/২২ খ্রিঃ, ২৯/১১/২২ খ্রিঃ, ২৬/১০/২৩ খ্রিঃ, ২০/০৩/২৪ খ্রিঃ, ২৯/০৭/২৪ খ্রিঃ, ১০/০৬/২৪ খ্রিঃ, ১৪/৭/২৪ খ্রিঃ ও ১৪/০৭/২৪ খ্রিঃ।

In presence of

জনাব দ্বীপক কুমার শীল Advocate for Plaintiff/ petitioner

জনাব মুকুল কান্তি দেব Advocate for Defendant/ Opposite party

and having stood for consideration on this day, the court delivered the following judgment:-

ইহা স্বত্ব ঘোষণা ও দানপত্র দলিল অকার্য্যকর ঘোষণার প্রার্থনায় আনীত একটি দেওয়ানী মোকদ্দমা।

<u>বাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,</u>

তপশীল বর্ণিত বোয়ালখালী থানার শাকপুরা মৌজার আর. এস. ২৫৯৬ নং খতিয়ানের আর. এস. ১০৪৫৯ /১০৪৬০ /১০৪৬১ দাগের সর্বমোট ৭৮ শতক ভূমির সমান অংশে মালিক ছিলেন কালী শরণ ভট্টাচার্য্যের দুই পুত্র প্রতাপ চন্দ্র কাব্যতীর্থ ও গোবিন্দ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং জগচ্চন্দ্র ভট্টচার্য্য এর পুত্র মধুসুদন ভট্টাচার্য্য। তৎ মতে উক্ত আর. এস. খতিয়ান চুড়ান্ত লিপি ও প্রচার আছে। এইখানে উল্লেখ্য যে, উক্ত প্রতাপ চন্দ্র ও

গোবিন্দ্র চন্দ্র এর পিতা কালী শরণ ভট্টাচার্য্য এবং মধুসুদন ভট্টচার্য্য পরস্পর সহোদর ভ্রাতা হন। উক্ত মধুসুদন ভট্টচার্য্য তাহার সমুদয় স্বত্ব ভ্রাতুষ্পুত্র অপর আর. এস. রেকর্ডী প্রতাপ চন্দ্র ও গোবিন্দ চন্দ্র এর বরাবরে ত্যাগ পূর্বক ভারতবাসী হন। আর. এস. রেকর্ডী প্রতাপ চন্দ্র এবং গোবিন্দ্র চন্দ্র তপশীল বর্ণিত সমুদয় সম্পত্তিতে ভোগ দখলে থাকাবস্থায় আর. এস. রেকর্ডী প্রতাপ চন্দ্র দুই কন্যা রুনী বালা দেবী এবং প্রভাবতী দেবীকে ওয়ারিশ রাখিয়া মৃত্যুবরণ করেন। উক্ত দুইকন্যাগণকে তৎ কালীন কলকাতা শহরে বিবাহ প্রদান করিলে তাহারা তথায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং মৃত্যুবরণ করেন। ফলে তপশীল বর্ণিত সমুদয় সম্পত্তিতে আর. এস. রেকর্ডী গোবিন্দ্র চন্দ্র একক ভাবে ভোগ দখলে স্থিত ছিলেন।

উক্ত মতে আর. এস. রেকর্ডী গোবিন্দ চন্দ্র নালিশী ৭৮ শতক ভূমিতে একক ভাবে ভোগ দখলে স্থিত থাকাবস্থায় দুই পুত্র সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে ওয়ারিশ রাখিয়া মৃত্যুবরণ করেন। উক্ত ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য সপরিবারে ভারত গমন করায় নালিশী তপশীল বর্ণিত সমুদয় সম্পত্তিতে সুরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য তথা বাদী, বাবুল ভট্টচার্য্য ও মৃদুল ভট্টাচার্য্য এবং তিন কন্যা সুনীতি শর্ম্মা তথা ১নং বিবাদী, মিনতি চক্রবর্ত্তী ও কুমারী কন্যা প্রণতি চক্রবর্ত্তীকে ওয়ারিশ রাখিয়া মৃত্যুবরণ করেন। উক্ত তিন কন্যার মধ্যে ১নং বিবাদীকে নোয়াপাড়া সাকিনের গোপাল শর্ম্মার সহিত বিবাহ প্রদান করিলে তিনি তথায় স্বামীর বাড়ীতে বসবাস রত আছেন। মিনতী চক্রবর্ত্তী স্বামীর বাড়ীতে বসবাস রত আছেন। অপর কন্যা প্রণতি চক্রবর্ত্তী বর্তমানে ভারতে বসবাস রত আছেন। সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের তিন পুত্রের মধ্যে দুই পুত্র বাবুল ভট্টাচার্য্য ও মৃদুল ভট্টাচার্য্য সপরিবারে ভারতবাসী হওয়ায় তপশীল বর্ণিত সমুদয় ভূমি বাদী হিন্দু দায়ভাগ আইন মতে পৈত্রিক আমল হইতে স্থিত বাড়ী ভিটি নির্মাণে ভোগ দখলে স্থিত আছেন। ইহাতে বিবাদী বা অন্য কাহারো কোন প্রকার স্বত্ব দখল নাই।

বিগত ২০১২ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের অধীন “খ” তপশীল প্রকাশিত হইলে এবং নালিশী ভূমি “খ” তপশীলের ৮৬০ নং ক্রমিক ভুক্ত হইলে বাদী মাননীয় জেলা জজ আদালত ও অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ ট্রাইব্যুনাল, চট্টগ্রাম-এ নালিশী ভূমি বাদীর বরাবরে অবমুক্তির প্রার্থনায় ৮৯৭৯/২০১২ নং ট্রাইব্যুনাল মোকদ্দমা দায়ের করেন। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকার “খ” তপশীল বিলুপ্ত করতঃ “খ” তপশীলভুক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে নামজারী খতিয়ান সৃজনের নির্দেশ প্রদান করিলে বাদী উক্ত নির্দেশের প্রেক্ষিতে বিগত ১৯/০৬/২০১৪ ইং তারিখে তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির আন্দর ৩৯ শতক সম্পত্তি সংক্রান্তে ১নং বিবাদী তাহার নামে ২০১৩ সালে ৬০৮৬ নং নামজারী খতিয়ান সৃজন করিয়াছেন এবং অবশিষ্ট ৩৯ শতক ভূমির জন্য ১নং বিবাদী তাহার নামে নামজারী খতিয়ান সৃজনের নিমিত্তে আবেদন করিয়াছেন মর্মে উল্লেখে নালিশী তপশীল বর্ণিত সমুদয় ৭৮ শতক ভূমির জন্য বাদীর নামে নামজারী খতিয়ান সৃজন করিতে অস্বীকার করেন। বাদী বিগত ২৬/০৬/২০১৪ ইং তারিখে ১নং বিবাদী কর্তৃক নামজারী খতিয়ান সৃজনের নিমিত্তে দায়েরী মিচ মোকদ্দমার নথি পর্যালোচনান্তে অবগত হন নালিশী ভূমি ১নং বিবাদী পিতার নিকট হইতে বিগত ০৪/০৯/১৯৮০ ইং তারিখের রেজিষ্ট্রিকৃত ৩৩৮৯ নং দানপত্র মূলে প্রাপ্ত হইয়া স্বত্ববান মর্মে উল্লেখ করিয়া তাহার নামে নামজারী খতিয়ান সৃজনের জন্য আবেদন করেন। তৎপর বাদী বিগত ২৯/১২/২০১৪ ইং তারিখে নালিশী দানপত্রের সইমুহুরী নকল সংগ্রহ করিয়া

উক্ত দানপত্র পাঠ করিয়া হতভম্ব হইয়া পড়েন। বাদী ১নং বিবাদীকে বিগত ৩০/০১/২০১৫ ইং তারিখে উক্তরূপ দানপত্রের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করিলে ১নং বিবাদী বাদীকে বলেন যে, নালিশী সম্পত্তি তাহার পিতা তাহার বরাবরে দান করেন এবং বাদী নালিশী ভূমিতে কোন স্বত্ব পাইবে না মর্মে দাবী করিয়া বাদীর স্বত্ব অস্বীকার করতঃ বাদীকে নালিশী ভূমির দখল ১নং বিবাদীর বরাবরে ছাড়িয়া দিতে বলেন। প্রকৃতপক্ষে বাদীর পিতা নালিশী তপশীল বর্ণিত ভূমি সম্পর্কে কোন প্রকার দানপত্র সৃজন করেন নাই। ইহা শুধুমাত্র ১নং বিবাদী কর্তৃক বাদীর পিতার নিকট হইতে বাদীর পিতার অসুস্থতার সুযোগে প্রতারণার মাধ্যমে হাসিলকৃত দানপত্র দলিল হয়। যাহা ১নং বিবাদী বিগত ০৪/০৯/১৯৮০ ইং সালে হাসিল করার পর ২০১৩ সালে ভূমি অফিসে নামজারীর জন্য প্রকাশ করা ব্যতীত ইতিপূর্বে কখনো কোথাও প্রকাশ করেন নাই। এমনকি অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যপর্ণ আইন হওয়ার পরও ১নং বিবাদী উক্ত দানপত্র মূলে নালিশী ভূমি প্রত্যর্পণের জন্য ট্রাইব্যুনাল মোকদ্দমা দায়ের করেন নাই। যাহা বাদী বহু পরবর্তীতে ভূমি অফিসে গিয়া উপরোক্ত ভাবে জানিতে পারেন। বাদীর পিতা অসুস্থ হইয়া পড়িলে বাংলাদেশে বসবাস রত পুত্র বাদীকে যাবতীয় সম্পত্তি প্রদান পূর্বক বাড়ীতে রাখিয়া চিকিৎসার জন্য বাদীর পিতা ভারতে বসবাস রত তাহার পুত্র বাবুল ও মৃদুলের নিকট চলিয়া যাওয়ার প্রাক্কালে তাহার কন্য ১নং বিবাদীর সহিত স্বাক্ষাতের ইচ্ছা পোষণ করিলে বাদী পিতাকে নিয়া ১নং বিবাদীর চট্টগ্রাম শহরের বাসায় গেলে ১নং বিবাদী পিতাকে কয়েক দিনের জন্য তাহার বাসায় রাখিয়া দেন এবং ১৫/২০ দিন পর বাদীকে নিয়া যাওয়ার জন্য বলে। তৎ পরবর্তীতে বাদী ২০/২৫ দিন পর পিতাকে আনিতে গেলে ১নং বিবাদী পিতাকে ভারতে তাহার অপর ভ্রাতার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছে বলিয়া বাদীকে জানান। উক্ত দানপত্র দলিলের এবারতে উল্লেখ করা হয় ১নং বিবাদী তাহার স্বামী সন্তান নিয়া তাহার পিত্রালয়ে বসবাস করিতেছেন এবং বাদীর পিতা-মাতার ও সহোদর ভগ্নির বিদ্যা শিক্ষা ও ভরন পোষণ চালাইতেছে এবং সেবা শুশ্রুষা করিতেছে বিধায় বাদীর পিতা ১নং বিবাদীর বরাবরে নালিশী দানপত্র রেজিষ্ট্রি করিয়া দেন। প্রকৃতপক্ষে ১নং বিবাদী বিবাহের পর হইতে কখনো তাহার পিত্রালয়ে স্বামী সন্তান নিয়া বসবাস, ভরন পোষণ করেন নাই। বাদীর পিতা মাতা এবং অবিবাহিত সহোদর ভগ্নির ভরণ পোষণ ও বিদ্যা শিক্ষার খরচ বাদী বহন করেন। ইহা ব্যতীত নালিশী ভূমি বোয়ালখালী থানার শাকপুরা মৌজায় স্থিত হয় এবং ১নং বিবাদীর স্বামীর বাড়ী নোয়াপাড়া হয়। কিন্তু নালিশী দানপত্র দলিল রেজিষ্ট্রি করা হয় গাছবাড়ীয়া সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে। বোয়ালখালী রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রি না করিয়া গাছবাড়ীয়া রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রি করার বিষয়ে নালিশী দানপত্র দলিলে কোনরূপ ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই। বস্তুতপক্ষে নালিশী দানপত্র দলিল বোয়ালখালী সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে রেজিষ্ট্রি করাইলে বাদী জানিতে পারিবে এই আশংখায় গোপনে গাছাবাড়ীয়া সাব রেজিষ্ট্রি অফিসে নালিশী দানপত্র দলিল রেজিষ্ট্রি করানো হয়। অথচ স্ট্যাম্প বোয়ালখালী থেকে খরিদ করা হয় এবং দলিল লিখক বোয়ালখালী হইতে নিযুক্ত করা হয়। ১নং বিবাদী উক্ত দানপত্র দলিল কখনো জন সম্মুখে প্রকাশ না করিয়া গোপন রাখেন এবং বাদীকেও কখনো উক্ত দানপত্র দলির সম্পর্কে জ্ঞাত করেন নাই। নালিশী তপশীল বর্ণিত ভূমিতে বাদী ভোগ দখলে স্থিত আছেন। উক্ত দানপত্র দলিল শুধুমাত্র সৃজিত, অকর্মণ্য, অকার্য্যকর দলিল হয়। ইহার দ্বারা কোন স্বত্ব ও দখল হস্তান্তর হয় নাই এবং বিবাদী কোন স্বত্ব ও দখল অর্জন করেন নাই। ইহা ব্যতিত নালিশী ভূমির বি.

এস. ৪০২৫ নং খতিয়ান পর্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হইবে নালিশী ভূমি বাদীর পিতা সুরেন্দ্র লাল চট্টাচার্য্য এর নামে।।. আনা (আট আনা) অংশ জরীপ হইয়া বাকী।।. আনা (আট আনা) অংশ তাহার ভ্রাতা ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য এর নামে হাল সাং ভারত লিপিতে জরীপ হইয়া অনাবাসিক ভেষ্টেড এন্ড নন ভ্রাতা ধীরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য ভারতবাসী হওয়ায় সুরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য তাহার ভ্রাতার ধীরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য ভারতবাসী হওয়ায় সুরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য তাহার ভ্রাতার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে ভোগ দখলে থাকাবস্থায় বাদীকে একমাত্র ওয়ারিশ হিসেবে বাড়ীতে রাখিয়া তিনি চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ১৯৮০ সালে ভারতবাসী পুত্রগণের নিকট চলিয়া যান। অর্পিত ও অনাবাসিক সম্পত্তি (Vested and Non Resident Property Act) জারী থাকার কারণে সুরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য কর্তৃক তাহার ভ্রাতা ধীরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য এর অংশ সহ সমুদয় নালিশী ভূমি বিগত ০৪/০৯/১৯৮০ ইং তারিখে ১নং বিবাদীর বরাবরে ৩৩৮৯ নং দানপত্র মূলে দান করা অবৈধ হয়। কারণ অর্পিত সম্পত্তির আইনের বিধান অনুযায়ী অর্পিত সম্পত্তির তালিকা ভুক্ত সম্পত্তি হস্তান্তর নিষিদ্ধ ছিল। ইহাতে সুনির্দিষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় ১নং বিবাদী তঞ্চকতাপূর্ণ ভাবে নালিশী দলিল হাসিল করিয়া নেন। উক্ত দানপত্রের অস্তিত্বের বিষয়ে বাদী বিগত ১৬/১২/২০১৪ ইং তারিখে নামজারী খতিয়ান সৃজন করিবার নিমিত্তে ভূমি অফিসে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এবং বিগত ২৯/১২/২০১৪ ইং তারিখে নালিশী দানপত্র দলিলের সইমুহুরী নকল প্রাপ্তির পূর্বে কখনো অবগত ছিলেন না। ১নং বিবাদীও উক্ত দানপত্রের অস্তিত্বের বিষয় কখনো প্রকাশ করেন নাই। উক্ত দানপত্র দলিল শুধুমাত্র সৃজিত, তঞ্চকতাপূর্ণ, ফেরবী দলিল হয়। উক্ত দানপত্র দলিল দ্বারা বাদীর ভোগ দখলে কোন বিঘ্ন সৃজন হয় নাই। শুধুমাত্র নালিশী দানপত্র দলিল মূলে ১নং বিবাদী বাদীর স্বত্ব অস্বীকার করায় বাদীর নির্মল স্বত্বে মেঘাবরণের সৃষ্টি হওয়ায় বাদী উক্ত দানপত্র দলিল অবৈধ ও অকার্য্যকর দলিল মর্মে এবং ১নং বিবাদীর নামে সৃজিত নামজারী খতিয়ান অবৈধ ও অকার্য্যকর ঘোষণার প্রার্থনায় মাননীয় আদালতে অত্র আকারে ঘোষণার মোকদ্দমা আনায়ন করিতে বাধ্য হইলে।

অন্যদিকে ০১নং বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাব দাখিল করে অত্র মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। উক্ত বিবাদীপক্ষের মোকদ্দমার বিবরণ সংক্ষেপে এই যে,

নালিশী আর. এস. ২৫৯৬ নং খতিয়ানের আর. এস. ১০৪৫৯/ ১০৪৬০/ ১০৪৬১ দাগাদির সম্পত্তির মালিক ছিলেন প্রতাপ চন্দ্র, গোবিন্দ চন্দ্র পিতা- কালীশরণ ভট্টাচার্য্য ও মধুসুদন পিতা- জগৎ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, তৎ প্রমাণে আর. এস. খতিয়ানে স্বত্বের কলাম ও দখল মন্তব্যের কলাম তাদের নাম চুড়ান্তভাবে প্রচার আছে। আর. এস. রেকর্ডী প্রতাপ চন্দ্র তৎ স্বত্বাংশে ভোগ দখলে থাকাবস্থায় একমাত্র ভ্রাতা গোবিন্দ চন্দ্রকে ওয়ারিশ রেখে মারা যান। ফলে গোবিন্দ চন্দ্র তথায় ওয়ারিশী সূত্রে স্বত্ববান হয়ে ভোগ দখলকার থাকেন। পরবর্তীতে আর. এস. রেকর্ডী মধুসুদন তৎ স্বত্বাংশে ভোগ দখলে অবিবাহিত অবস্থায় জেঠাতো ভ্রাতা গোবিন্দ চন্দ্রকে ওয়ারিশ রেখে মারা যান। গোবিন্দ চন্দ্র ওয়ারিশ হয়ে ভোগ দখলকার থাকেন। গোবিন্দ চন্দ্র তপশীলোক্ত আর. এস. দাগাদির সম্পত্তিতে নিজ স্বত্বে এবং ভ্রাতা প্রতাপ চন্দ্রের ত্যাজ্যবিত্তে ও খুড়তুতো ভ্রাতা মধুসুদনের ত্যাজ্যবিত্তে এককভাবে স্বত্ববান হয়ে তথায় খাজনাদি পরিশোধে খাসে ভোগদখলে থাকেন। গোবিন্দ চন্দ্র তপশীলোক্ত আর. এস. দাগাদির সম্পত্তিতে ভোগ দখলে থাকাবস্থায় দুই

পুত্র যথাক্রমে সুরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য ও ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য এবং এক কন্যাকে ওয়ারিশ রেখে মারা যান। পরবর্তীতে গোবিন্দ চন্দ্রের কন্যা অবিবাহিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভারতে চলে যাওয়ার সময় আপোষে তপশীলের সম্পত্তির দখল তৎ ভ্রাতা সুরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য এর বরাবরে বুঝিয়ে দেন। পরবর্তীতে ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ভারতে অবস্থানকালীন মৃত্যুবরণ করলে তপশীলোক্ত সম্পত্তি তার ত্যাজ্যবিত্তে ওয়ারিশী সূত্রে ভ্রাতা সুরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য প্রাপ্ত হন। **এভাবে সুরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য তপশীলোক্ত সম্পত্তিতে ভ্রাতা ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের ত্যাজ্যবিত্তে এককভাবে স্বত্ত্ববান দখলকার হন।** সুরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য তৎ পিতার ত্যাজ্যবিত্তে প্রাপ্ত সম্পত্তি সহ তপশীলোক্ত সম্পত্তিতে খাস ভোগদখলকার থাকাবস্থায় বিগত ৪/৯/১৯৮০ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত ৩৩৮৯ নং দানপত্র মূলে তপশীলোক্ত সম্পত্তি সহ ৮০ শতক সম্পত্তি তৎ কন্যা সুনীতি শর্ম্মা তথা এ বিবাদীকে দান করেন এবং দানকৃত সম্পত্তি বিবাদীর দখলে অর্পন করেন। এ দানপত্র স্থানীয় লিখক লিখেছেন এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ঐ দানপত্রে সাক্ষী আছেন। এভাবে বিবাদী তপশীলোক্ত সম্পত্তি দানমূলে প্রাপ্ত হয়ে তথায় বি. এস. ২২০৮৭ দাগের বাড়ী ভিটিতে তৎ পিতার নির্মিত পুরাতন গৃহাদি মেরামতক্রমে এবং বি. এস. ২২০৮৮ দাগের পুকুরের জলীয়াংশে জলাচার ও মৎস্যাদি জিয়ান শিকারে এবং পুকুরের পাড় ভূমিতে বিভিন্ন ফলজ, বনজ বৃক্ষাদি রোপণে ছেদনে এবং বি. এস. ২২০৮৬ দাগের সম্পত্তি খাই ভূমি হিসেবে দখল করে আসছেন। পূর্বোক্ত দানপত্রে ১নং বিবাদী এবং তৎ স্বামী নালিশী ভূমিস্থিত গৃহে বসবাস করা এবং এ বিবাদী তৎ পিতা মাতার ভরনপোষণ ও যাবতীয় চিকিৎসার ব্যয়ভার ইত্যাদি বহন করা ও অবিবাহিতা সহোদর ভগ্নির বিদ্যা শিক্ষার খরচ ইত্যাদি বহন করার বিষয় সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। পরবর্তীতে এ বিবাদী অনেক টাকা ব্যয়ে তৎ ছোট বোন মিনতি চক্রবর্তীকে বিবাহ প্রদান করেন। বাদী কোন সময় দেশে ও ছিল না এবং সেহেতু পিতা মাতার সেবা শুশ্রুষা করা বা ছোট বোনসহ কারো ভরণপোষণ বা বিবাহের ব্যয়ভার নির্বাহ করার কোন প্রশ্নই আসেনা। জনৈক অমলেশ ভট্টাচার্য্য নালিশী ভূমি নিয়ে এ বিবাদীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মিথ্যা উক্তিতে অত্র আদালতে অপর ১৭/৯৭ ইং নং মোকদ্দমা দায়ের করলে এ বিবাদী ১৩ নং বিবাদী হিসেবে সে মোকদ্দমায় প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্রমে ১নং বিবাদীর নামীয় ৪/৯/১৯৮০ ইং তারিখের দানপত্রের কথা উল্লেখ করেন। বর্তমান বাদী সে মোকদ্দমায় ১নং বিবাদী ছিলেন। তিনিও ঐ মামলায় কনটেস্টক্রমে এ বিবাদীর দানপত্র ও স্বত্ব দখলের কথা স্বীকার করেছেন। সে মোকদ্দমা দোতর্ফা সূত্রে ডিসমিস হলে ঐ মামলার বাদী ঐ রায় ডিক্রির বিরুদ্ধে ১৪/০১ ইং নং অপর আপীল দায়ের করেন। সে আপীল দোতর্ফা সূত্রে মঞ্জুরক্রমে হুজুরাদালতে পুনঃ বিচারের জন্য রিমান্ডে আসে এবং ৫/৯/২০০৬ ইং তারিখের রায়ে দোতর্ফা সূত্রে ডিসমিস হয়। যে ক্ষেত্রে বহু বৎসর পূর্বে বাদী ১নং বিবাদীর নামীয় দানপত্রকে স্বীকার করেছেন সেক্ষেত্রে দীর্ঘকাল পরে বাদী কোন ভাবেই ১নং বিবাদীর নামীয় দানপত্রকে অস্বীকার করতে পারেন না। বাদীর দাবী এসটোপেল, ওয়েভার ও এ্যকুইসেন্স নীতিতে এবং তামাদিতে সম্পূর্ণরূপে বারিত বটে।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, নালিশী খতিয়ানভুক্ত কিছু সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির “খ” তপশীলভুক্ত হলে ১নং বিবাদী তা অবমুক্তির জন্য ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৪৬০৮/১২ ইং নং দায়ের করেছিলেন। পরবর্তীতে সরকার “খ” তপশীল বাতিল ঘোষণা করলে উক্ত ভূমিতে ১নং বিবাদীর স্বত্ব দখল পূর্ববৎ বলবৎ থাকে। এ

বিবাদীর নামে নামজারী খতিয়ান চুড়ান্ত প্রচার আছে। নালিশী ভূমিতে এ বিবাদীই দখলকার আছেন। তাতে বাদীর কোনরূপ স্বত্ব স্বার্থ বা দখল নেই বা থাকতে পারে না। স্বত্ব স্বার্থ দখলহীন বাদী প্রার্থীত মতে কোনরূপ কোন প্রতিকার পেতে পারেনা। এমতাবস্থায় বাদীর মোকদ্দমা খরচাসহ খারিজযোগ্য।

বিচার্য বিষয় সমূহ ঃ

অত্র মোকদ্দমাটি সুষ্ঠু নিষ্পত্তির স্বার্থে আদালত কতৃক নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিচার্য বিষয় হিসাবে নির্ধারন করা হলো।

১) অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না?
২) অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?
৩) অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কি না?
৪) নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?
৫) তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত ০৪/০৯/১৯৮০ ইং তারিখের ৩৩৮৯ নং দানপত্র দলিল জাল ফেরবী ও অকার্যকর দলিল ও বাদীর উপর বাধ্যকর কিনা ?
৬) বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না?

উপস্থাপিত সাক্ষ্য ঃ

মামলা প্রমাণার্থে বাদীপক্ষ ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ মিলন ভট্টাচার্য্য প্রঃ বামন (P.W.1); রঞ্জিত কুমার দে (P.W.2), সম্ভু চৌধুরী (P.W.3)। অন্যদিকে, বিবাদীপক্ষ মোট ০২ জন সাক্ষীকে পরীক্ষা করেছেন। যথা ঃ সুনীতি শর্ম্মা (D.W.1) ও মৃদুল বৈদ্য (D.W.2)। এডভোকেট কমিশনার এডভোকেট ইরা মিয়া (C.W.1) হিসাবে সাক্ষী পরীক্ষা করেছেন।

সাক্ষ্যগ্রহণ কালে বাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর. এস. ২৫৯৬ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী-১
২। বি. এস. ৪০৬৫ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী-২
৩। ৪/৯/১৯৮০ ইং তাং ৩৩৮৯ নং দানপত্রের সি. সি.	প্রদর্শনী-৩
৪। নামজারী ১২৭১/১৩ নং এর ২৫/৯/১৩ ইং তাং আদেশের সি. সি.	প্রদর্শনী-৪
৫। বি. এস. নামজারী ৬০৮৬ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী-৫

অপরদিকে সাক্ষ্যগ্রহণ কালে ০১নং বিবাদীপক্ষে নিম্নবর্নিত দলিলাদি প্রদর্শনী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

১। আর. এস. ২৫৯৬ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী-ক
২। বি. এস. ৪০২৫ নং খতিয়ানের সি. সি.	প্রদর্শনী-খ
৩। খাজনার দাখিলা	প্রদর্শনী-গ (সিরিজ)
৪। নামজারী খতিয়ান ও ডি সি আর	প্রদর্শনী-ঘ (সিরিজ)
৫। ৪/৯/১৯৮০ ইং তাং ৩৩৮৯ নং দানপত্রের আসল	প্রদর্শনী-ঙ
৬। বিভাগ ১৭/৯৭ ইং নং মামলার ৯/১০/২০০০ ইং তাং রায় ও ডিক্রীর সি. সি.	প্রদর্শনী-চ (সিরিজ)
৭। বিভাগ ১৭/৯৭ ইং নং মামলার ৫/৯/২০০৬ ইং তাং রায় ও ডিক্রীর সি. সি.	প্রদর্শনী-ছ (সিরিজ)
৮। অপর আপীল ৪৩২/০৬ নং মামলার রায়, ডিক্রী	প্রদর্শনী-জ (সিরিজ)
৯। উৎপল শর্মা ও উমা শর্মার পাসপোর্টের ফটোকপি	প্রদর্শনী-ঝ (সিরিজ)

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

বিচার্য বিষয় নম্বর ১ ও ২ ঃ

" অত্র মোকদ্দমা বর্তমান আকারে ও প্রকারে চলতে পারে কি না ?"

" অত্র মোকদ্দমা দায়েরে কারন উদ্ভব হয়েছে কিনা ?"

অত্র মোকদ্দমা তামাদি দ্বারা বারিত কিনা ?

উপরিল্লিখিত বিচার্য বিষয়ত্রয় পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিধার্থে একত্রে নেওয়া হলো। আরজি, জবাব ও নথিতে সন্নিবেশিত সাক্ষ্যপ্রমান পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে অত্র মামলাটি সম্পূর্ন দেওয়ানী প্রকৃতির এবং অত্রাদালতের মোকদ্দমাটি বিচারে কোন ধরনের প্রতিবন্ধকতা নেই। উক্ত প্রেক্ষিতে মোকদ্দমাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয় মর্মে বিবেচনা করি।

বাদীপক্ষের দাখিলী আরজি বক্তব্য হতে মোকদ্দমা দায়েরের যথেষ্ট কারন প্রকাশ পেয়েছে। বাদীপক্ষ তফসিলোক্ত নালিশী সম্পত্তিতে স্বত্ববান ও দখলকার হন মর্মে দাবি করেন এবং উক্ত সম্পত্তি সংক্রান্ত ০৪/০৯/১৯৮০ ইং তারিখের দানপত্র কবলা জাল ফেরবী ও অকার্যকর দাবি করেন। ১৯/০৬/২০১৪ ইং তারিখে নামজারি খতিয়ান সৃজন করতে গেলে তর্কিত কবলা বিষয়ে জানতে পারেন। ২৯/১২/২০১৪ ইং

তারিখে উক্ত দানপত্র দলিলের সি.সি কপি নিয়ে সম্যক অবগত হন। সুতরাং বিগত ২৯/১২/২০১৪ ইং তারিখে অত্র মামলার কারন উদ্ভব হয় এবং ২২/০৫/২০১৬ ইং তারিখে মোকদ্দমাটি রুজু হয় যা বিধিবদ্ধ তামাদি সময়সীমার মধ্যেই হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং অত্র মামলাটি বর্তমান আকারে ও প্রকারে রক্ষনীয়; তামাদি দ্বারা বারিত নয় এবং মোকদ্দমা রুজুর যথেষ্ট কারন বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত প্রেক্ষিত বর্নিত ইস্যুত্রয় বাদীপক্ষের অনুক্কুলে নিস্পত্তি করা হলো।

<u>বিচার্য বিষয় নম্বর ৫ ও ৬ ঃ</u>

" নালিশী জমিতে বাদী পক্ষের কোন স্বত্ব স্বার্থ আছে কি না ?"

" তফসিল বর্ণিত নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত ০৪/০৯/১৯৮০ ইং তারিখের ৩৩৮৯ নং দানপত্র দলিল জাল ফেরবী ও অকার্যকর দলিল ও বাদীর উপর বাধ্যকর কিনা ?"

পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিধায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের সুবিদার্থে উপরোক্ত বিচার্য বিষয়দ্বয় একত্রে গ্রহন করা হলো।

বাদীপক্ষ তফসিলোক্ত নালিশী আর এস ১০৪৬০, ১০৪৬১, ১০৪৫৯ দাগ সামিল বি এস ২২০৮৬, ২২০৮৭, ২২০৮৮ দাগে ৭৮ শতক ভূমিতে স্বত্ব স্বার্থ দাবি করেছেন। উভয়পক্ষ দ্বারা স্বীকৃত যে নালিশী উক্ত ৭৮ শতক ভূমি এক পর্যায়ে আর এস রেকর্ডী গোবিন্দ চন্দ্র প্রাপ্ত হয়। উক্ত গোবিন্দ চন্দ্র মরনে দুই পুত্র সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য ওয়ারিশ থাকে। বাদীপক্ষের দাবিমতে উক্ত ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য্য সপরিবারে ভারত গমন করায় ভ্রাতা সুরেন্দ্র সমস্ত সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়। বাদীপক্ষের দাখিলীয় বি এস খতিয়ান নং ৪০২৫ এর সি.সি কপি [প্রদর্শনী-খ] হতে দেখা যায়, নালিশী ৭৮ শতক ভূমি সুরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য এর নামে ।।. আট আনা এবং ধীরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য এর নামে ।।. আট আনা অংশ লিপি রয়েছে এবং ধীরেন্দ্র লাল ভারতবাসী হওয়ায় তাহার সম্পত্তি অর্পিত হয়।

বাদীপক্ষের দাবিমতে , সুরেন্দ্র লাল মরনে ৩ পুত্র মিলন ভট্টাচার্য তথা বাদী, বাবুল ভট্টচার্য্য ও মৃদুল ভট্টাচার্য্য এবং তিন কন্যা যথা সুনীতি শর্ম্মা (১নং বিবাদী, মিনতি চক্রবর্ত্তী ও কুমারী কন্যা প্রণতি চক্রবর্ত্তী) ওয়ারিশ বিদ্যমান থাকে। বাদীপক্ষ দাবি করেছে যে উক্ত তিন কন্যার মধ্যে ১নং বিবাদীকে নোয়াপাড়া সাকিনের গোপাল শর্ম্মার সহিত বিবাহ প্রদান করিলে তিনি তথায় স্বামীর বাড়ীতে বসবাস রত আছেন। মিনতী চক্রবর্ত্তী স্বামীর বাড়ীতে বসবাস রত আছেন। অপর কন্যা প্রণতি চক্রবর্ত্তী বর্তমানে ভারতে বসবাস রত আছেন। সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের তিন পুত্রের মধ্যে দুই পুত্র বাবুল ভট্টাচার্য্য ও মৃদুল ভট্টাচার্য্য সপরিবারে ভারতবাসী হয়েছেন। এভাবে বাদী তফসিলোক্ত সমুদয় সম্পত্তি হিন্দু দায়ভাগ নীতি অনুসারে স্বত্বাধিকারী মর্মে দাবি করেন। বাদীপক্ষ ৭৮ শতকের মধ্যে ৩৯ শতক মৌরশীসূত্রে এবং বাকি ৩৯ শতক ভারতবাসী ধীরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য এর স্বার্থাধিকারী হিসাবে দাবি করেছেন। উল্লেখ্য যে অত্র মামলার বাদী ও ১ নং বিবাদী পরস্পর ভ্রাতা ভগ্নী হন।

অপরদিকে ১ নং বিবাদীপক্ষের দাবিমতে, সুরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য্য তৎ পিতার ত্যাজ্যবিত্তে প্রাপ্ত সম্পত্তি সহ তপশীলোক্ত সম্পত্তিতে খাস ভোগদখলকার থাকাবস্থায় বিগত ৪/৯/১৯৮০ ইং তারিখে রেজিষ্ট্রিকৃত ৩৩৮৯

নং দানপত্র মূলে তপশীলোক্ত সম্পত্তি সহ ৮০ শতক সম্পত্তি অত্র ১নং বিবাদীকে দান করেন। প্রদর্শনী-ঙ হতে প্রতীয়মান হয় উক্ত দানপত্র মূলে সুরেন্দ্র লাল ভট্টাচার্য নালিশী দাগাদির সম্পূর্ন ভূমি কন্যা ১ নং বিবাদীকে দান করেছেন। বিবাদীপক্ষের দাবিমতে নালিশী খতিয়ানভুক্ত কিছু সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির "খ" তপশীলভুক্ত হলে ১নং বিবাদী তা অবমুক্তির জন্য ট্রাইব্যুনাল মামলা নং- ৪৬০৮/১২ ইং নং দায়ের করেছিলেন। পরবর্তীতে সরকার "খ" তপশীল বাতিল ঘোষণা করলে উক্ত ভূমিতে ১নং বিবাদীর স্বত্ব দখল পূর্ববৎ বলবৎ থাকে। এ বিবাদীর নামে নামজারী খতিয়ান চূড়ান্ত প্রচার আছে। বি এস নামজারি ৬০৮৬ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-ঘ(২) ও বি এস নামজারি ৭৮৫২ নং খতিয়ান প্রদর্শনী-ঘ(১) পর্যালোচনায় দেখা যায় নালিশী ৭৮ শতক সম্পত্তি সংক্রান্তে ১ নং বিবাদী সুনীতি শর্মার নামে নামজারি খতিয়ান সৃজিত আছে। সুতরাং নালিশী তফসিলোক্ত দানকৃত সম্পত্তিতে বিবাদীর স্বত্ববান ও দখলকার হন মর্মে প্রতীয়মান হয়।
এদিকে বাদীপক্ষ তর্কিত উক্ত দানপত্র দলিল জাল ফেরবী, অকার্যকর মর্মে দাবি করেন। প্রকৃতপক্ষে বাদীর পিতা নালিশী তপশীল বর্ণিত ভূমি সম্পর্কে কোন প্রকার দানপত্র সৃজন করেন নাই। ১ নং বিবাদী বাদীর পিতার অসুস্থতার সুযোগে প্রতারণার মাধ্যমে উক্ত দানপত্র দলিল হাসিল করেন। উক্ত দানপত্র দলিলের বিষয়টি বাদী ২০১৩ সালে ভূমি অফিসে নামজারীর করতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কখনো প্রকাশিত হয়নি মর্মে দাবি করেন।

Paper sales Ltd AIR (33) 1946 Bombay 429 মামলায় সিদ্ধান্ত এসেছে যে, Party alleging must prove. The law presumes against illegality, and the burden of proving that an illegality has taken place rest on the party who asserts so. অর্থাত যিনি বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করবেন তাকেই উহা যে অবৈধ তা প্রমান করতে হবে।

মহামান্য আপীল বিভাগ **Shishir Kanti Pal and Others Vs. Nur Muhammad and Others 55 DLR (AD) 39** মামলায় এরুপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন যে " it was held that a registered document carries presumption of correctness of the endorsement made therein. One who disputes this presumption is required to dislodge the correctness of the endorsement ."

সুতরাং কোন রেজিস্টার্ড দলিল কে যে পক্ষ জাল মর্মে দাবি করিবে মূলত উহা যে জাল তা প্রমানের দায়িত্ব সে পক্ষের উপরই বর্তায়। বাদীপক্ষ শুধুমাত্র মৌখিকভাবে তর্কিত দানপত্র দলিল জাল বা ফেরবী দাবি করলেও উক্ত দাবির সমর্থনে কোন বিশ্বাসযোগ্য মৌখিক বা দালিলিক প্রমাণ হাজির করতে পারেননি। বাদীর পিতার অসুস্থতার কথা বলে দলিল হাসিল করা বা অন্য থানার সাব-রেজিষ্ট্রি অফিসে গিয়ে রেজিষ্ট্রেশন করার বিষয়টি কোন রেজিস্টার্ড দলিল জাল প্রমাণের জন্য যথেস্ট প্রমাণ নয় বলে আমি মনে করি।

যেহেতু তর্কিত দলিল একটি রেজিস্টার্ড দানপত্র দলিল সেহেতু যতক্ষন না উক্ত দলিল জাল প্রমাণিত হচ্ছে ততক্ষন উহা সঠিক ও বৈধ দলিল হিসাবে গন্য করিতে হবে। যেহেতু তর্কিত দলিল টি ৩০ বছর সময়কালের একটি পুরনো দলিল এবং সঠিক হেফাজত থেকে তা উপস্থাপিত হয়েছে সেকারনে তা খাঁটি দলিল মর্মে বিবেচনা করার অবকাশ আছে। এ বিষয়ে Additional Deputy Commissioner (Revenue) Vs. Md Reazuddin PK and Others reported in 5 BLC (AD) 76 মামলার সিদ্ধান্ত প্রণিধানযোগ্য। উক্ত মামলায় মহামান্য আপীল বিভাগ এরুপ সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যে “ Once such a document more than 30 years old is produced from proper custody section 90 of Evidence Act entitles the court to presume that it is a genuine Document. যেহেতু তর্কিত দলিলটি ৩০ বছরের অধিক পুরনো তৎকারনে উহা সহি দলিল মর্মে বিবেচ্য হবে। সার্বিক বিবেচনায় দেখা যায় বাদীপক্ষ মৌখিকভাবে তর্কিত দলিল জাল দাবি করলেও উক্ত দলিল যে জাল বা ফেরবী তা বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য দিয়ে প্রমাণ করতে পারেননি।

বিবাদীপক্ষের দাখিলীয় অপর ১৭/১৯৯৭ নম্বর মোকদ্দমার রায় ডিক্রী এর সি.সি কপি প্রদর্শনী-চ, চ(১) পর্যালোচনায় দেখা যায়, জনৈক অমলেশ ভট্টাচার্য্য নালিশী ভূমি নিয়ে এ বিবাদীর অত্র আদালতে বিভাগ ১৭/৯৭ ইং নং মোকদ্দমা দায়ের করলে অত্র বিবাদী উক্ত মোকদ্দমায় ১৩ নং বিবাদী হিসেবে প্রতিদ্বন্ধিতা করেন। সেই মামলায় তর্কিত ৪/৯/১৯৮০ ইং তারিখের দানপত্রের বিষয়টি অবতারনা করা হয়। বর্তমান বাদী উক্ত মামলায় ১নং বিবাদী হিসাবে কনটেস্ট করেন এবং বিবাদীর দানপত্র ও স্বত্ব দখলের বিষয়টি স্বীকার করেছেন। সে মোকদ্দমা দোতর্ফা সূত্রে ডিসমিস হলে ঐ মামলার বাদী ঐ রায় ডিক্রির বিরুদ্ধে ১৪/০১ ইং নং অপর আপীল দায়ের করেন। সে আপীল দোতর্ফা সূত্রে মঞ্জুরক্রমে হুজুরাদালতে পুনঃ বিচারের জন্য রিমান্ডে আসে এবং ৫/৯/২০০৬ ইং তারিখের রায়ে দোতর্ফা সূত্রে ডিসমিস হয়। প্রদর্শনী-ছ ও ছ(১) পর্যালোচনায় উহার সত্যতা প্রতীয়মান হয়। পরবর্তীতে উক্ত রায় ডিক্রীর বিরুদ্ধে অপর আপীল ৪৩২/২০০৬ দায়ের করিলে উক্ত আপীলও নামঞ্জুর হয়। প্রদর্শনী-জ ও জ(১) হতে উহার সত্যতা পাওয়া যায়। যেহেতু উক্ত মামলায় বাদী তর্কিত দানপত্র দলিলের বিষয়টি স্বীকার করে মামলায় প্রতিদ্বন্ধিতা করেছেন সুতরাং এখন উক্ত দানপত্র কবলা অস্বীকার করার আইনত কোন সুযোগ নেই। বাদীপক্ষ এখানে Estoppel নীতি দ্বারা বারিত হবেন। সার্বিক বিবেচনায় তর্কিত দলিল জাল মর্মে সাব্যস্থ করার কোন সুযোগ নেই মর্মে বিবেচনা করি।

সার্বিক পর্যালোচনায় দেখা যায় বাদীপক্ষ তফসিলোক্ত ৭৮ শতক ভূমিতে স্বত্ব স্বার্থ দাবি করলেও মূলত উক্ত সম্পত্তিতে ১ নং বিবাদী স্বত্ববান ও দখলকার হন মর্মে প্রতীয়মান হয়। নালিশী সম্পত্তি সম্পর্কিত ৪/৯/১৯৮০ ইং তারিখের দানপত্র দলিল শুদ্ধ ও আইনসিদ্ধ দলিল হয় মর্মে প্রতীয়মান হয়। সুতরাং বিচার্য বিষয় নম্বর ৫-৬ বাদীপক্ষের প্রতিকুলে নিষ্পত্তি করা হলো।

<u>বিচার্য বিষয় নম্বর ৭ ঃ</u>

" বাদীপক্ষ প্রার্থীতমতে ডিক্রি পেতে হকদার কি না ?"

বাদীপক্ষের আরজি , লিখিত জবাব, মৌখিক সাক্ষ্য ও দালিলিক প্রমানাদি ও বিজ্ঞ কৌসুলিদের বক্তব্য ইত্যাদি সার্বিক পর্যালোচনায় আমার বলতে দ্বিধা নেই যে , বাদীপক্ষ তার মামলা প্রমান করতে সম্পূর্ন ব্যর্থ হয়েছে। যেহেতু বিচার্য বিষয় নং ৫-৬ বাদীপক্ষের প্রতিকূলে নিস্পত্তি করা হয়েছে সুতরাং বাদীপক্ষ অত্র মামলায় কোনরুপ প্রতিকার পাবার হকদার নন মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রদত্ত কোর্ট ফি সঠিক।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

ঘোষনামূলক ডিক্রীর প্রার্থনায় আনীত অত্র মোকদ্দমা ১ নং বিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে দো-তরফাসূত্রে এবং অপরাপর বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফাসূত্রে বিনা খরচায় খারিজ করা হলো।

আমার স্বহস্তে টাইপকৃত ও সংশোধিত

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ
বোয়ালখালী সহকারী জজ আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম।